রিসালা নং- ২৫

ফয়যানে আযান

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" **(আবু ইয়ালা)**

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	ইকামাতের ৭টি মাদানী ফুল	১৬
হুযুর পুরনূর একবার আযান দিয়েছিলেন	৩	আযান দেয়ার ১১টি মুস্তাহাব স্থান সমূহ	১৭
اَذَان নাকি اَذَان?	৪	মসজিদের ভিতরে আযান দেয়া সুন্নাত পরিপন্থী	১৭
আযানের ফযীলত সম্বলিত ৯টি বরকতময় হাদীস	৪	১০০ শহীদের সাওয়াব অর্জন করুন	১৮
(১) কবরে পোকামাকড় থাকবে না	৪	আযানের পূর্বে এই দরূদে পাকগুলো পড়ুন	১৯
(২) মুক্তার গম্বুজ	৪	কুমন্ত্রণা	২০
(৩) পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ	৪	কুমন্ত্রণার উত্তর	২০
(৪) শয়তান ৩৬ মাইল দূরে পালিয়ে যায়	৫	আযানের অবজ্ঞার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর	২৩
		তখন জবাবে আ'লা হযরত বলেন:	২৩
(৫) আযান দো'আ কবুল হওয়ার মাধ্যম	৫	আযান প্রসঙ্গে কুফরী বাক্যের ৮টি উদাহরণ	২৪
(৬) মুয়াজ্জিনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা	৫	আযান	২৫
(৭) আযান দেয়া হয় এমন দিন আযাব থেকে নিরাপদ	৫	আযানের দো'আ	২৬
		শাফায়াতের সুসংবাদ	২৭
(৮) ভয়ভীতির চিকিৎসা	৫	ঈমানে মুফাস্সাল	২৭
(৯) দুঃশ্চিন্তা দূর করার উপায়	৬	ঈমানে মুজমাল	২৭
মাছেরাও ক্ষমা প্রার্থনা করে	৬	ছয় কলেমা	২৮
আযানের উত্তর দেয়ার ফযীলত	৭	প্রথম 'কলেমা তায়্যিব'	২৮
প্রতিদিন ৩ কোটি ২৪ লাখ নেকী অর্জন করুন	৭	দ্বিতীয় 'কলেমা শাহাদাত'	২৮
		তৃতীয় 'কলেমা তামজীদ'	২৮
আযানের উত্তর প্রদানকারী জান্নাতী হয়ে গেল	৮	চতুর্থ 'কলেমা তাওহীদ'	২৯
		পঞ্চম 'কলেমা ইস্তিগফার'	২৯
আযান ও ইকামাতের উত্তর প্রদানের পদ্ধতি	৯	ষষ্ঠ 'কলেমা রদ্দে কুফর'	৩০
		পান গুটকা ধ্বংসাত্বক	৩০
আযানের ১৪টি মাদানী ফুল	১১	তথ্যসূত্র	৩২
আযানের উত্তর প্রদানের ৯টি মাদানী ফুল	১৪	********	**

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে আযান

(প্রতিদিন ৩ কোটি ২৪ লাখ নেকী অর্জন করুন)

এই রিসালাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করুন।
খুব বেশি সম্ভাবনা যে, আপনার অনেক ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) কুরআন পড়লো, আপন প্রতিপালকের প্রশংসা করলো, অতঃপর **নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপর দরূদ পড়লো, তারপর নিজ প্রতিপালক থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করল, তবে সে মঙ্গলকে সেটার জায়গা থেকে তালাশ করে নিলো।"

(শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হুযুর পুরনূর ﷺ একবার আযান দিয়েছিলেন

রাসুলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সফরে একবার আযান দিয়েছিলেন এবং কালিমাতে শাহাদাত এভাবে বলেন: اَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসুল)।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫ম খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা। তুহফাতুল মুহতাজ, ১ম খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

اَذَان নাকি آذَان?

অনেক লোক آذَان বলে থাকে এটি ভুল উচ্চারণ। آذَان শব্দটি أُذُنٌ এর বহুবচন, আর أُذُنٌ শব্দের অর্থ: কান। শুদ্ধ উচ্চারণ হল اَذَان। اَذَان এর শাব্দিক অর্থ: সতর্ক করা।

আযানের ফযীলত সম্বলিত ৯টি বরকতময় হাদীস

(১) কবরে পোকামাকড় থাকবে না

"সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে আযান দাতা ঐ শহীদের মত যে রক্তে রঞ্জিত আর যখন সে মৃত্যুবরণ করবে কবরের মধ্যে তার শরীরে পোকা পড়বে না।" (আল মুজামুল কবীর লিত তাবারনী, ১২তম খন্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৫৫৪)

(২) মুক্তার গম্বুজ

"আমি জান্নাতে গেলাম। এতে মুক্তার গম্বুজ দেখতে পেলাম আর এর মাটি মেশকের ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! এটা কার জন্য? আরয করল: **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের মুয়াজ্জিন ও ইমামদের জন্য।" (আল জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪১৭৯)

(৩) পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ

"যে (ব্যক্তি) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান ঈমানের ভিত্তিতে সাওয়াবের নিয়্যতে দিল তার যে সমস্ত গুনাহ পূর্বে সংঘটিত হয়েছে তা ক্ষমা হয়ে যাবে। আর যে (ব্যক্তি) ঈমানের ভিত্তিতে সাওয়াবের নিয়্যতে নিজের সাথীদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ১ম খন্ড, ৬৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০৩৯)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(৪) শয়তান ৩৬ মাইল দূরে পালিয়ে যায়

"শয়তান যখন নামাযের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আযান শুনে পালিয়ে রোহা চলে যায়।" বর্ণনাকারী বলেন: মদীনা শরীফ থেকে রোহা ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। (মুসলিম, ২০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮৮)

(৫) আযান দো'আ কবুল হওয়ার মাধ্যম

"যখন মুয়াজ্জিন আযান দেয় তখন আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং দো'আ কবুল হয়।"

(আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, ২য় খন্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০৪৮)

(৬) মুয়াজ্জিনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

"মুয়াজ্জিনের আওয়াজ যতটুকু পৌছে, তাঁর জন্য ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং প্রত্যেক জল-স্থলের মধ্যে যারা তাঁর আওয়াজ শুনে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৫০০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬২১০)

(৭) আযান দেয়া হয় এমন দিন আযাব থেকে নিরাপদ

"যে এলাকাতে আযান দেয়া হয়, **আল্লাহ্ তা'আলা** আপন আযাব থেকে ঐ দিন এটিকে নিরাপত্তা প্রদান করেন।"

(আল মুজামুল কবীর লিত তাবারানী, ১ম খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৪১৬)

(৮) ভয়ভীতির চিকিৎসা

"যখন আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام জান্নাত থেকে হিন্দুস্থানে অবতরণ করেন তাঁর ভয়ভীতি অনুভব হয় তখন জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام অবতরণ করে আযান প্রদান করেন।"

(হিলয়াতুল আওলিয়া, ৫ম খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৫৬৬)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

(৯) দুঃশ্চিন্তা দূর করার উপায়

"হে আলী! আমি তোমাকে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় পেয়ে থাকি নিজের কোন ঘরের অধিবাসীকে কানে আযান দিতে বল। আযান দুঃশ্চিন্তা ও দুঃখ প্রতিরোধকারী। (জামেউল হাদীস লিস সুয়ূতী, ১৫তম খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬০১৭) এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করার পর আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফে ৫ম খন্ডের, ৬৬৮ পৃষ্ঠায় বলেন: মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এবং মাওলা আলী পর্যন্ত এই হাদীসের যতজন বর্ণনাকারী আছে সকলে বলেন: فَجَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ (আমরা এটি ব্যাপারে পরীক্ষা চালাই আর এটিকে ঐ রকম পেয়েছি)।

(মিরকাতুল মাফাতিহ্, ২য় খন্ড, ৩৩১ পৃষ্ঠা। জামেউল হাদীস, ১৫তম খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬০১৭)

মাছেরাও ক্ষমা প্রার্থনা করে

বর্ণিত আছে: আযান প্রদানকারীর জন্য প্রত্যেক বস্তু ক্ষমা প্রার্থনা করে এমনকি সমূদ্রের মাছেরাও। মুয়াজ্জিন যে সময় আযান দেয় তখন ফিরিশতাগণও তার (সাথে সাথে আযানের) পূনরাবৃত্তি করতে থাকে আর যখন আযান শেষ হয়ে যায় তখন ফিরিশতাগণ কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিন থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তার কবরের আযাব হয় না এবং মুয়াজ্জিন মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। কবরের কঠোরতা এবং সংকীর্ণতা হতেও নিরাপদ থাকে।

(সূরা ইউসূফের তাফসীরের সার সংক্ষেপ, অনুদিত ২১ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

আযানের উত্তর দেয়ার ফযীলত

মদীনার তাজেদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদা ইরশাদ করেন: "হে মহিলাগণ, যখন তোমরা বিলাল رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে আযান ও ইক্বামত দিতে শুনবে, তখন সে যেভাবে বলে তোমরাও অনুরূপ বলবে, কেননা **আল্লাহ্ তা'আলা** তোমাদের জন্য প্রত্যেক শব্দের বিনিময়ে এক লাখ নেকী লিখে দিবেন, এক হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং এক হাজার গুনাহ্ মুছে দিবেন।" মহিলাগণ এটা শুনে আরয করলেন: এটা তো মহিলাদের জন্য, পুরুষদের জন্য কি রয়েছে? ইরশাদ করলেন: "পুরুষদের জন্য এর দ্বিগুণ।"

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫৫তম খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিদিন ৩ কোটি ২৪ লাখ নেকী অর্জন করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের উপর কুরবান হয়ে যান! তিনি আমাদের জন্য নেকী অর্জন করা, মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং গুনাহ্ ক্ষমা করানোকে কতই সহজ করে দিয়েছেন। কিন্তু আফসোস! এত সহজ করে দেয়া সত্ত্বেও আমরা অলসতার মধ্যে রয়েছি। পেশকৃত হাদীস শরীফে আযানের উত্তর প্রদানের যে ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা লক্ষ্য করুন। اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر এখানে দু'টি শব্দ এভাবে পূর্ণ আযানের ভিতর ১৫টি শব্দ রয়েছে। যদি কোন ইসলামী বোন এক ওয়াক্ত নামাযের আযানের উত্তর দেয় অর্থাৎ মুয়াজ্জিন যা বলে তার পুনরাবৃত্তি করে তখন তার ১৫ লাখ নেকী অর্জন হবে। ১৫ হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং ১৫ হাজার গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে।

আর ইসলামী ভাইদের জন্য এসব কিছুর দ্বিগুণ ফযীলত অর্জন হবে। ফজরের আযানে দু'বার اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْم রয়েছে। আর এভাবে ফযরের আযানে ১৭টি শব্দ হল, তাহলে ফযরের আযানের উত্তর প্রদানে ১৭ লাখ নেকী, ১৭ হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ১৭ হাজার গুনাহের ক্ষমাপ্রাপ্তি অর্জিত হবে। আর ইসলামী ভাইদের জন্য এর দ্বিগুণ। ইকামাতের মধ্যেও দুইবার قَدْ قَامَتِ الصّلٰوة রয়েছে। ইকামাতের মধ্যেও ১৭টি শব্দ হল সুতরাং ইকামাতের উত্তর প্রদানের সাওয়াবও ফজরের আযানের উত্তর প্রদানের সমপরিমাণ। [মোটকথা; যদি কোন ইসলামী বোন গুরুত্ব সহকারে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান ও ইকামাতের উত্তর দিতে সফলকাম হয়ে যায় তবে তার প্রতিদিন এক কোটি বাষট্টি লাখ নেকী, এক লাখ বাষট্টি হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি এবং এক লাখ বাষট্টি হাজার গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে এবং ইসলামী ভাইদের এর দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩ কোটি ২৪ লাখ নেকী অর্জন হবে। ৩ লাখ ২৪ হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং ৩ লাখ ২৪ হাজার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।]

আযানের উত্তর প্রদানকারী জান্নাতী হয়ে গেল

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন যে, এক ব্যক্তির প্রকাশ্যভাবে কোন অধিক পরিমাণ নেক আমল ছিল না, ঐ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উপস্থিতিতেই অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "তোমরা কি জানো! **আল্লাহ্ তা'আলা** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।" এতে লোকেরা অবাক হয়ে গেল, কেননা বাহ্যিকভাবে তার কোন বড় আমল ছিল না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

সুতরাং এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর ঘরে গেলেন এবং তার বিধবা স্ত্রীকে رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا জিজ্ঞাসা করলেন "তার কোন বিশেষ আমল আমাকে বলুন"। তখন সে উত্তর দিল: "তার এমন কোন বিশেষ বড় আমল আমার জানা নেই, শুধু এতটুকু জানি যে, দিন হোক বা রাত যখনই তিনি আযান শুনতেন তখন অবশ্যই উত্তর দিতেন।" (তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৪০তম খন্ড, ৪১২, ৪১৩ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তা'আলার** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

গুনাহে গদা কা হিসাব কিয়া উহ আগর ছে লাখ্ ছে হে ছিওয়া
মগর এ্যায় আফুউ তেরে আফ্উ কা তো হিসাব হে না শুমার হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আযান ও ইকামাতের উত্তর প্রদানের পদ্ধতি

মুয়াজ্জিন সাহেবের উচিত যে, আযানের শব্দগুলো একটু থেমে থেমে বলা। اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر (এখানে দুটি শব্দ কিন্তু) উভয়টাকে মিলিয়ে (সাক্তা না করে এক সাথে পড়ার কারণে) এটা একটি শব্দ হয়। উভয়টি বলার পর সাক্তা করবেন (অর্থাৎ থেমে যাবেন)। আর সাক্তার পরিমাণ হচ্ছে যে, উত্তর প্রদানকারী যেন উত্তর দেয়া শেষ করতে পারে। সাক্তা না করাটা মাকরূহ, আর এ ধরনের আযান পুনরায় দেয়া মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা) উত্তর প্রদানকারীর উচিত, যখন মুয়াজ্জিন সাহেব اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر বলে সাক্তা করবেন অর্থাৎ চুপ হয়ে যাবেন তখন اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر বলা। অনুরূপভাবে অন্যান্য শব্দাবলীরও উত্তর প্রদান করবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

যখন মুয়াজ্জিন প্রথমবার اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه বলবে তখন আপনি এভাবে বলবেন,

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه (অনুবাদ: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার উপর দরূদ।) যখন দ্বিতীয়বার বলবে তখন আপনি বলবেন:

قُرَّةُ عَيْنِيْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (**অনুবাদ: ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার নিকট আমার চোখের শীতলতা রয়েছে।) (রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা, মুস্তফাল বাবী, মিশর) আর এ দুইটা বলার সময় প্রত্যেকবার বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখকে চোখে লাগিয়ে নিবেন এবং পরে বলবেন:

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ (হে **আল্লাহ্!** আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির দ্বারা আমাকে কল্যাণ দান কর।) (রদ্দুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা)

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاح এর উত্তরে (চারবার)

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه বলবেন এবং উত্তম হচ্ছে যে উভয়টা বলা। (অর্থাৎ মুয়াজ্জিন যা বলে তাও বলা এবং لَاحَوْل ও বলা) বরং সাথে এটাও বৃদ্ধি করে নিন:

مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ (অর্থাৎ- **আল্লাহ্** যা ইচ্ছা করেছেন তা হয়েছে, যা ইচ্ছা করেননি তা হয়নি।

(রদ্দুল মুহতার ও দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ এর উত্তরে বলবেন:

صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ (**অনুবাদ:** তুমি সত্য ও সৎ এবং তুমি সত্য বলেছ।) (রদ্দুল মুহতার ও দুররে মুখতার, ৮৩ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

ইকামাতের উত্তর দেয়া মুস্তাহাব। এর উত্তরও আযানের মতই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ এর উত্তরে বলবেন:

اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ (**অনুবাদ: আল্লাহ্ তা'আলা** তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন যত দিন আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকে।) (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

আযানের ১৪টি মাদানী ফুল

(১) জুমাসহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায যখন মসজিদে সময় মত জামাআতে উলার (প্রথম জামাআত) সাথে আদায় করা হয় তখন এর জন্য আযান দেয়া সুন্নাতে মুআক্কাদা, যার হুকুম ওয়াজিবের মতই। যদি আযান দেয়া না হয় তাহলে ঐ এলাকার সকল মানুষ গুনাহগার হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা)

(২) যদি কোন লোক শহরের মধ্যে ঘরে নামায আদায় করে তাহলে ঐ এলাকার মসজিদের আযান তার জন্য যথেষ্ট, তবে আযান দেয়া মুস্তাহাব। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬২,৭৮ পৃষ্ঠা)

(৩) যদি কোন ব্যক্তি শহরের বাহিরে বা গ্রামে, বাগান বা ক্ষেত ইত্যাদিতে থাকে এবং ঐ স্থানটি যদি নিকটবর্তী হয় তাহলে শহর বা গ্রামের আযান যথেষ্ট হবে, এরপরও আযান দেয়াটা উত্তম আর যদি নিকটবর্তী না হয় তার জন্য ঐ আযান যথেষ্ট নয়। নিকটবর্তী হওয়ার সীমা হচ্ছে, এ স্থানের আযানের শব্দ ঐ স্থানে পৌঁছা।
(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা)

(৪) মুসাফির যদি আযান ও ইকামাত উভয়টা ছেড়ে দেয় অথবা ইকামাত না দেয় তাহলে মাকরূহ হবে। আর যদি শুধু ইকামাত দেয় তবে মাকরূহ হবে না কিন্তু উত্তম হচ্ছে যে, আযানও দেয়া।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

চাই সে একা হোক বা অন্যান্য সহযাত্রীরা সেখানে উপস্থিত থাকুক। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা)

(৫) সময় শুরু হওয়ার পরই আযান দিবে। যদি সময়ের পূর্বেই আযান দিয়ে দেয় অথবা সময় হওয়ার পূর্বে আযান শুরু করেছে আর আযানের মাঝখানে সময় হয়ে গেল উভয় অবস্থায় আযান পুনরায় দিতে হবে। (আল হিদায়া, ১ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা) মুয়াজ্জিন সাহেবানদের উচিত যে, তারা যেন সর্বদা সময়সূচীর ক্যালেন্ডার দেখতে থাকেন। কোন কোন স্থানে মুয়াজ্জিন সাহেবানগণ সময়ের পূর্বেই আযান শুরু করে দেয়। ইমাম সাহেব ও কমিটির নিকটও মাদানী অনুরোধ থাকবে যে, তারাও যেন এ মাসআলার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখে।

(৬) মহিলাগণ নির্দিষ্ট সময়ানুসারে নামায পড়ুক বা কাযা নামায আদায় করুক তাদের জন্য আযান ও ইকামাত বলা মাকরূহ। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা)

(৭) মহিলাদের জন্য জামাআতের সাথে নামায আদায় করা না জায়েয তথা অবৈধ। (প্রাগুক্ত, ৩৬৭ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)

(৮) বিবেকসম্পন্ন ছোট ছেলেরাও আযান দিতে পারবে। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা)

(৯) বিনা অযুতে আযান দিলে শুদ্ধ হবে তবে বিনা অযুতে আযান দেয়া মাকরূহ। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা। মারাকিউল ফালাহ, ৪৬ পৃষ্ঠা)

(১০) খুনসা বা হিজড়া, ফাসিক যদিও আলিম হোক, নেশাখোর, পাগল, গোসল বিহীন এবং অবুঝ বাচ্চাদের আযান দেয়া মাকরূহ। এসকল ব্যক্তিরা আযান দিলে তাদের সবার আযানের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

(১১) যদি মুয়াজ্জিনই ইমাম হন তাহলে তা উত্তম।

(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা)

(১২) মসজিদের বাহিরে কিবলামূখী হয়ে কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে উচ্চ আওয়াজে আযান দিতে হবে, তবে শক্তির অধিক আওয়াজ উঁচু করা মাকরূহ। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৬৮-৩৬৯ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা) আযানে কানে আঙ্গুল প্রবেশ করানো সুন্নাত এবং মুস্তাহাব। কিন্তু (আঙ্গুল) হেলানো এবং ঘুরানো অনর্থক কাজ।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫ম খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

(১৩) حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة ডান দিকে মুখ করে বলবে এবং حَيَّ عَلَى الفَلَاح বাম দিকে মুখ করে বলবে। যদিও আযান নামাযের জন্য না হয়। যেমন (ভূমিষ্ট হওয়ার পর) ছোট বাচ্চার কানে আযান দেয়া হয়। এ ফেরানোটা শুধু মুখের, পুরো শরীর ফিরাবেন না। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৬৯ পৃষ্ঠা)

অনেক মুয়াজ্জিন "صَّلٰوة" ও "فَلَاح" বলার সময় চেহারাকে হালকাভাবে ডানে ও বামে একটু করে ফিরিয়ে নেয়, এটা ভুল পদ্ধতি। সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমেই চেহারাকে ভালভাবে ডানে ও বামে ফিরাতে হবে এরপর حَيَّ বলা শুরু করতে হবে।

(১৪) ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الفَلَاح এর পরে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ বলা মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা) যদি নাও বলে তবুও আযান হয়ে যাবে। (কানুনে শরীয়াত, ৮৯ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আযানের উত্তর প্রদানের ৯ টি মাদানী ফুল

(১) নামাযের আযান ব্যতীত অন্যান্য আযানের উত্তরও প্রদান করতে হবে, যেমন-সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময়কার আযান।

(রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা)

আমার আকা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হয়। তাড়াতাড়ি ডান কানে আযান বাম কানে তাকবীর বলবে যেন শয়তানের ক্ষতি এবং উম্মুস সিবয়ান থেকে বাঁচতে পারে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা) মলফুজাতে আ'লা হযরত ৪১৭ পৃষ্ঠা থেকে ৪১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: (মৃগী রোগ) অনেক খারাপ বিপদ। আর যদি বাচ্চাদের হয় তবে এটিকে উম্মুস সিবায়ন বলা হয়, বড়দের হলে মৃগী রোগ বলে।

(২) মুক্তাদীদের উচিত যে, খুতবার আযানের উত্তর কখনো না দেয়া, এটাই সতর্কতা অবলম্বন। অবশ্য যদি এই আযানের উত্তর অথবা (দুই খুতবার মাঝখানে) দো'আ মনে মনে করে, মুখ দ্বারা মোটেই উচ্চারণ না করে তবে কোন অসুবিধা নেই। আর ইমাম অর্থাৎ খতীব সাহেব যদি মুখ দ্বারা আযানের উত্তর দেয় বা দো'আ করেন তবে তা নিঃসন্দেহে জায়িয। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ৩৩০-৩০১ পৃষ্ঠা)

(৩) আযান শ্রবণকারীদের জন্য উত্তর প্রদানের হুকুম রয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা) অপবিত্র ব্যক্তিরাও (অর্থাৎ- যার উপর সহবাস বা স্বপ্নদোষের কারণে গোসল ফরয হয়েছে) আযানের উত্তর দিবেন। অবশ্য হায়েয, নিফাস বিশিষ্ট মহিলা, খুতবা শ্রবণকারী, জানাযার নামায আদায়রত ব্যক্তি, সহবাসে লিপ্ত বা বাথরুমে রয়েছে এমন ব্যক্তিগণ উত্তর দিবেন না।

(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

(৪) যতক্ষণ আযান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সালাম, কথাবার্তা ও সালামের উত্তর প্রদান এবং সব ধরনের কাজকর্ম বন্ধ রাখবেন। এমনকি কুরআন তিলাওয়াতও। আযানকে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন এবং এর উত্তর দিন। ইকামাতের সময়ও এভাবে করবেন।
(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

(৫) আযান প্রদানকালীন সময়ে চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, প্লেইট, গ্লাস বা কোন বস্তু উঠানো ও রাখা, ছোট বাচ্চার সাথে খেলা করা, ইশারা-ইঙ্গিতে কথাবার্তা বলা ইত্যাদি সবকিছু বন্ধ রাখাই যথার্থ।

(৬) যে ব্যক্তি আযান চলাকালীন সময়ে কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকে, **আল্লাহ্**র পানাহ তার মন্দ মৃত্যু হওয়ার (অর্থাৎ মৃত্যুর সময় তার ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার) আশংকা রয়েছে।
(বাহারে শরীয়াত, ১য় খন্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা)

(৭) রাস্তায় চলাচল করা অবস্থায় যদি আযানের শব্দ কানে আসে তখন উচিত হচ্ছে দাঁড়িয়ে চুপচাপভাবে আযান শুনা এবং এর উত্তর প্রদান করা। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা) হ্যাঁ! আযান চলাকালীন মসজিদ বা অযুখনার দিকে চলা এবং অযু করাতে কোন সমস্যা নেই। এর মধ্যে মুখে জবাবও দিতে থাকুন।

(৮) আযান চলাকালীন ইস্তিন্জাখানায় যাওয়া উচিত নয়, কেননা ঐখানে আযানের জবাব দিতে পারবে না এবং এটি অনেক বড় সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া। অবশ্য খুবই প্রয়োজন হলে কিংবা জামাআত না পাওয়ার সম্ভাবনা হলে যেতে পারবেন।

(৯) যদি কয়েকটি আযান শুনেন তাহলে প্রথম আযানের উত্তর দিতে হবে, তবে উত্তম হচ্ছে যে, প্রতিটি আযানের উত্তর প্রদান করা।
(রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা)
যদি আযান দেয়ার সময় উত্তর না দিয়ে থাকেন তবে যদি বেশিক্ষণ সময় অতিবাহিত না হয় তাহলে উত্তর দিয়ে দিবেন।
(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

ইকামাতের ৭ টি মাদানী ফুল

(১) ইকামাত মসজিদের ভিতরে ইমামের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে দেয়া উত্তম। যদি ঠিক পিছনে সুযোগ পাওয়া না যায় তবে ইমামের ডান দিক থেকে দেয়া উপযুক্ত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া হতে সংগৃহীত, ৫ম খন্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা)

(২) ইকামাত আযানের চেয়েও বেশি গুরুত্ববহ সুন্নাত।

(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা)

(৩) ইকামাতের উত্তর দেয়া মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

(৪) ইকামাতের শব্দাবলী তাড়াতাড়ি বলবেন এবং মাঝখানে "সাক্তা" অর্থাৎ চুপ থাকবেন না। (প্রাগুক্ত, ৪৭০ পৃষ্ঠা)

(৫) ইকামাতের মধ্যেও حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ ও حَیَّ عَلَی الفَلَاح এর মধ্যে (বর্ণনা মোতাবেক) ডানে বামে মুখ ফিরাবেন।

(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা)

(৬) ইকামাত দেয়ার অধিকার তারই যে আযান দিয়েছে, আযান প্রদানকারীর অনুমতিক্রমে অন্য কেউ ইকামাত দিতে পারবে। যদি বিনা অনুমতিতে ইকামাত দেয় আর মুয়াজ্জিন এটা অপছন্দ করে তবে মাকরূহ। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা)

(৭) ইকামাতের সময় কোন ব্যক্তি আসল তখন সে (জামাআতের জন্য) দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাটা মাকরূহ বরং বসে যাবে একই ভাবে যে সকল লোক মসজিদে রয়েছে তারাও বসা থাকবে এবং ঐ সময় দাঁড়াবে যখন মুয়াজ্জিন حَیَّ عَلَی الفَلَاح পর্যন্ত পৌঁছে, এ হুকুম ইমাম সাহেবের জন্যও।

(প্রাগুক্ত, ৫৫ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

আযান দেয়ার ১১টি মুস্তাহাব স্থান সমূহ

(১) (সন্তান ভূমিষ্ট হলে) সন্তানের (২) দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তির (৩) মৃগী রোগীর (৪) রাগান্বিত ও বদমেযাজী ব্যক্তির এবং (৫) বদমেযাজী জন্তুর কানে আযান দেওয়া (৬) তুমুল যুদ্ধ চলাকালীন সময় (৭) কোথাও আগুন লাগলে (৮) মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর (৯) জ্বিন অত্যাচার করলে (বা যাকে জ্বিনে ধরেছে) (১০) জঙ্গলে রাস্তা ভুলে গেলে এবং কোন পথ প্রদর্শনকারী না থাকলে এ সময়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা) এমনকি (১১) মহামারী রোগ আসাকালীন সময়ে আযান দেওয়া মুস্তাহাব।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫ম খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা)

মসজিদের ভিতরে আযান দেয়া সুন্নাত পরিপন্থী

আজকাল অধিকাংশ মসজিদের ভিতরেই আযান দেয়ার প্রথা চালু রয়েছে যা সুন্নাত পরিপন্থী। "আলমগিরী" ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, আযান মসজিদের বাহিরেই দিতে হবে মসজিদের ভিতর আযান দিবেন না। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা)

আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শাময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, হামীয়ে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল্ হাফিয আল্ ক্বারী আশ্ শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "একটি বারের জন্যও এ কথার প্রমাণ নেই যে, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদের ভিতর আযান প্রদান করিয়েছেন।" সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরো বলেন: মসজিদের ভিতর আযান দেয়া মসজিদ ও **আল্লাহ্ তা'আলার** দরবারের সাথে বেয়াদবী করা।

মসজিদের প্রাঙ্গনের নিচে যেখানে জুতা রাখা হয় ঐ স্থানটি মসজিদের বাহিরের হয়ে থাকে, সেখানে আযান দেয়া বিনাদ্বিধায় সুন্নাত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫ম খন্ড, ৪১১, ৪১২, ৪০৮ পৃষ্ঠা) জুমার দ্বিতীয় আযান যা আজকাল (খুতবার পূর্বে) মসজিদের ভিতরে খতিব ও মিম্বরের সামনেই দেয়া হয় এটাও সুন্নাতের পরিপন্থী। জুমার দ্বিতীয় আযানও মসজিদের বাহিরে দিতে হবে তবে মুয়াজ্জিন খতীবের সোজা সামনে থাকবে।

১০০ শহীদের সাওয়াব অর্জন করুন

সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সুন্নাতকে জীবিত করা তো ওলামায়ে কিরামদের বিশেষ দায়িত্ব এবং যে মুসলমানের পক্ষে করা সম্ভব তার জন্য এটা সাধারণ হুকুম। প্রত্যেক শহরের মুসলমানদের উচিত হচ্ছে যে, আপন শহরে বা কমপক্ষে নিজ নিজ মসজিদ সমূহে (আযান ও জুমার দ্বিতীয় আযান মসজিদের বাহিরে দেয়ার) এ সুন্নাতকে জীবিত করা এবং শত শত শহীদের সাওয়াব অর্জন করা। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে: "যে ফিৎনা-ফ্যাসাদের যুগে আমার সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরবে সে একশত শহীদের সাওয়াব লাভ করবে।" (আয যুহুদুল কবীর লিল বায়হাকী, ১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৭। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫ম খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা) এ মাসআলাকে বিস্তারিতভাবে জানতে ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫ম খন্ড, "বাবুল আযান ওয়াল ইকামাত" অধ্যয়ণ করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

আযানের পূর্বে এই দরূদে পাকগুলো পড়ুন

আযান ও ইকামাতের পূর্বে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পড়ে দরূদ ও সালামের এ চারটি বচন পড়ে নিন।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللهِ

অতঃপর দরূদ ও সালাম এবং আযানের মাঝখানে দূরত্ব রাখার জন্য এ ঘোষণাটি করুন, "আযানের সম্মানার্থে কথাবার্তা এবং কাজ-কর্ম বন্ধ রেখে আযানের উত্তর প্রদান করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।" এরপর আযান দিন। দরূদ ও সালাম এবং ইকামাতের মাঝখানে এটা ঘোষণা করুন, "ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, মোবাইল থাকলে বন্ধ করে দিন।" আযান ও ইকামাতের পূর্বে তাসমিয়্যাহ (بِسْمِ اللهِ) এবং দরূদ ও সালামের নির্দিষ্ট এ চারটি বচন বলার মাদানী অনুরোধ এই উদ্দীপনা নিয়ে করছি, যেন এভাবে আমার জন্যও কিছু সাওয়াবে জারীয়া অর্জনের ব্যবস্থা হয়ে যায়। আর বিরতি করার পরামর্শ (অর্থাৎ দরূদো সালাম ও আযানের মাঝখানে বিরতি এবং দরূদো সালাম ও ইকামাতের মাঝখানে বিরতি ফতোওয়ায়ে রযবীয়্যার ফয়যান (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া পাঠ করে উপকৃত হয়ে তা) থেকে উপস্থাপন করেছি। যেমন একটি ফতোওয়ার উত্তরে ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "দরূদ শরীফ ইকামাতের পূর্বে পড়াতে কোন অসুবিধা নেই কিন্তু (তারও) ইকামাতের মধ্যে বিরতি দেয়া চাই অথবা দরূদ শরীফের শব্দ যেন ইকামাতের শব্দ থেকে কিছুটা নিম্নস্বরে বলা হয়, যাতে করে তা যে স্বতন্ত্র তা বুঝা যায় এবং সর্বসাধারণ যেন দরূদ শরীফকে ইকামাতের অংশ মনে না করে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫ম খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

কুমন্ত্রণা

সুলতানে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পার্থিব জীবনে এবং খোলাফায়ে রাশেদীন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর যুগে আযানের পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ করা হতো না সুতরাং এটা করা মন্দ বিদআত এবং গুনাহ। (**আল্লাহ্ তা'আলা**র পানাহ্)

কুমন্ত্রণার উত্তর

যদি এ নিয়ম মেনে নেয়া হয় যে, যে সমস্ত কাজ ঐ যুগে ছিল না তা এখন করা মন্দ বিদআত ও গুনাহ্ তবে বর্তমান যুগের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়ে যাবে, অগণিত উদাহরণ সমূহ হতে শুধুমাত্র ১২টি উদাহরণ উপস্থাপন করছি যে, এ সমস্ত কাজ ঐ বরকতময় যুগে ছিল না অথচ তা বর্তমানে সবাই গ্রহণ করে নিয়েছে (১) কুরআনে পাকে নুকতা ও হরকত হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৯৫ হিজরীতে প্রদান করেছেন। (২) তিনিই আয়াতের সমাপ্তির চিহ্ন স্বরূপ আয়াতের শেষে নুকতা প্রদান করেছেন, (৩) কুরআনে পাক মুদ্রণ করেছেন, (৪) মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে ইমাম সাহেব দাঁড়ানোর জন্য সিড়ি বিশিষ্ট মেহরাব প্রথমে ছিল না, ওয়ালীদ মারওয়ানীর যুগে সায়্যিদুনা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এটা তৈরী করেন। বর্তমানে কোন মসজিদ মেহরাব বিহীন নেই। (৫) ছয় কলেমা, (৬) ইলমে সারফ ও নাহু, (৭) ইলমে হাদীস এবং হাদীসের প্রকারভেদ, (৮) দরসে নিজামী, (৯) শরীয়াত ও তরিকাতের চারটি ছিলছিলা, (১০) মুখে নামাযের নিয়্যত বলা, (১১) উড়োজাহাজের মাধ্যমে হজ্জে গমন, (১২) আধুনিক অস্ত্র দ্বারা জিহাদ, এ সমস্ত বিষয় ঐ বরকতময় যুগে ছিল না কিন্তু বর্তমানে কেউ এগুলোকে গুনাহ্ বলে না,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

তাহলে আযান ও ইকামাতের পূর্বে **প্রিয় আকা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করা কেন মন্দ বিদআত ও গুনাহের কাজ হয়ে গেল! **মনে রাখবেন!** কোন বিষয় না জায়িয বা অবৈধ হওয়ার কোন প্রমাণ না থাকাটাই স্বয়ং জায়িয বা বৈধ হওয়ার প্রমাণ। নিশ্চয়ই শরীয়াতের নিষেধাজ্ঞা নেই এমন এমন সব নতুন বিষয় বিদআতে হাসানা এবং মুবাহ অর্থাৎ উত্তম বিদআত ও বৈধ। আর এটা অবশ্য স্বীকৃত বিষয় যে, আযানের পূর্বে দরূদ পাঠ করাকে কোন হাদীসের মধ্যে নিষেধ করা হয় নাই। সুতরাং নিষিদ্ধ না হওয়াটাই স্বয়ং **মদীনার তাজওয়ার, নবীদের ছরওয়ার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং মুসলিম শরীফের অধ্যায় "কিতাবুল ইলম" এর মধ্যে **দো-জাহানের সুলতান, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهٗ كُتِبَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ

অনুবাদ: যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে কোন ভাল প্রথা চালু করে এবং এরপরে এ প্রথানুযায়ী আমল করা হয় তবে এ প্রথানুযায়ী আমলকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব তার (অর্থাৎ এ প্রথা চালুকারীর) আমলনামাতে লিখে দেয়া হবে এবং আমলকারীর সাওয়াবের মধ্যে কোন কমতি হবে না।

(সহীহ মুসলিম, ১৪৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০১৭)

উদ্দেশ্য এটা যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম প্রথা চালু করে সে বড় সাওয়াবের অধিকারী। সুতরাং নিঃসন্দেহে যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আযান ও ইকামাতের পূর্বে দরূদ ও সালামের প্রথা চালু করেছেন তিনিও সাওয়াবে জারিয়্যার অধিকারী,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

কিয়ামত পর্যন্ত যে মুসলমান এ প্রথানুযায়ী আমল করতে থাকবে সে সাওয়াব পাবে এবং এ প্রথা চালুকারীও সাওয়াব পেতে থাকবেন তবে উভয়ের সাওয়াবের মধ্যে কোন কমতি হবে না। হতে পারে কারো মনে এ প্রশ্ন আসতে পারে, হাদীসে পাকের মধ্যে রয়েছে كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَّ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار অর্থাৎ প্রত্যেক বিদআত বা নব আবিষ্কৃত বিষয় গোমরাহী আর প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। (সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৮৫) এ হাদীস শরীফের মর্মার্থ কি? এর উত্তর হচ্ছে যে, এ হাদীসে পাক সত্য। এখানে বিদআত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে بِدْعَتِ سَيِّئَةِ অর্থাৎ মন্দ বিদআত। আর নিশ্চয় ঐ সমস্ত বিদআত মন্দ যা কোন সুন্নাতের পরিপন্থী হয় বা সুন্নাতকে বিলিন করে দেয়। যেমন- সায়্যিদুনা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে বিদআত উসূল অর্থাৎ শরীয়াতের নিয়মাবলী ও সুন্নাত নিয়মানুযায়ী এবং ঐ অনুযায়ী কিয়াসকৃত হয় (অর্থাৎ শরীয়াত ও সুন্নাতের বিরোধী না হয়) তাকে "বিদআতে হাসানা" বলা হয় আর যা এর বিপরীত হবে তাকে গোমরাহী বিদআত বলা হয়। **(আশিআতুল লামআত, ১ম খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এখন ঈমান হিফাজতের জন্য চিন্তা করতে গিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্টান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃত প্রকাশিত ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "কুফরী কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" এর ৩৫৯ থেকে ৩৬২ পৃষ্ঠার বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

আযানের অবজ্ঞার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: আযানের অবজ্ঞা করা কেমন?

উত্তর: আযান ইসলামের রীতিনীতি সমূহের মধ্যে একটি আর ইসলামের যে কোন রীতিনীতিকে অবজ্ঞা করা কুফরী।

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة এর ব্যাপারে হাসি-তামাশা করা

প্রশ্ন: আযানের মধ্যে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة (অর্থ- নামাযের দিকে এসো) এবং حَيَّ عَلَى الفَلَاح (অর্থ- কল্যাণের দিকে এসো) এ বাক্যগুলো শুনে যদি কৌতুক করে কেউ বলে: এসো সিনেমা ঘরের দিকে, নতুবা টিকিট শেষ হয়ে যাবে।

উত্তর: কুফরী। কেননা এটি আযানের উপহাস করা হয়েছে। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর খিদমতে প্রশ্ন করা হয়: জনাব! এই মাসআলা সম্পর্কে আপনার কি মতামত? যে, মসজিদের মুয়াজ্জিনের আযান শুনার সাথে সাথে যায়েদ নামক এক ব্যক্তি এরকম উপহাস করল। অর্থাৎ- حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة শুনে কৌতুক করে (ভাইয়্যা চলে এসো) বলল। এ ধরণের উক্তি দ্বারা যায়েদের ইরতিদাদ তথা মুরতাদ হওয়া এবং বিবাহ ভেঙ্গে যাওয়া সাব্যস্ত হবে কিনা? আর যায়েদের বিবাহ বিনষ্ট হয়েছে কিনা?

তখন জবাবে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন:

আযানের সাথে উপহাস করা অবশ্যই কুফরী। যদি আযানের সাথেই সে উপহাস করল। তবে নিঃসন্দেহে সে কাফির হয়ে গিয়েছে।

তার স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধন হতে বের হয়ে গিয়েছে। যদি সে পুনারায় মুসলমান হয় এবং তার স্ত্রীর সাথে পূনঃবিবাহ করে তখন তার সাথে এক বিছানায় শয়ন করা এবং সঙ্গম করা হালাল হবে। অন্যথায় তা যেনা হবে। আর যদি পুনঃইসলাম ও বিবাহ ছাড়া মহিলা তার সাথে এক বিছানায় শয়ন করে এবং সঙ্গম করতে রাজী হয়ে যায় তখন সে (মহিলা) অত্যাচারিণী হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি যায়েদের আযানের সাথে উপহাস করা উদ্দেশ্য না হয়। বরং স্বয়ং মুয়াজ্জিনের সাথে উপহাস করা উদ্দেশ্য হয়। যেহেতু মুয়াজ্জিন ভুলভাবে আযানের শব্দ উচ্চারণ করেছেন। এজন্য সে মুয়াজ্জিনের সাথে কৌতুক করেছে, তবে এ অবস্থায় যায়েদ কাফির হবে না আর তার বিবাহও নষ্ট হবে না। তবে তাকে পুনঃইসলাম কবুল করা ও বিবাহ নবায়নের হুকুম দেয়া হবে। وَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা)

আযান প্রসঙ্গে কুফরী বাক্যের ৮টি উদাহরণ

(১) যে (ব্যক্তি) আযানের সাথে উপহাস করেছে সে কাফির। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা)

(২) আযানকে অবজ্ঞা করতে গিয়ে বলা যে, ঘন্টার আওয়াজ নামাযের সময় জানার জন্য খুব ভাল। এটিও কুফরী বাক্য।

(৩) যে আযান দাতাকে আযান দেয়ার পর বলে "তুমি মিথ্যা বলেছ" এমন ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। (ফতোওয়ায়ে কাজিখান, ৪র্থ খন্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা)

(৪) যে কোন মুয়াজ্জিন সম্পর্কে আযানকে উপহাস করে বলল: এটি কোন্ বঞ্চিত ব্যক্তি যে আযান দিচ্ছে? অথবা

(৫) আযান সম্পর্কে বলল: অপরিচিত আওয়াজের মত মনে হচ্ছে। অথবা বলল:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৬) অপরিচিত ব্যক্তির আওয়াজের ন্যায় আযান দিচ্ছে। এ সকল কথা কুফরী বাক্য। (অর্থাৎ- যখন অবজ্ঞা ও তুচ্ছার্থে এ ধরণের কথা বলে থাকে)। (মিনাহুর রাওজুল আযহারু লিল ক্বারী, ৪৯৫ পৃষ্ঠা)

(৭) একজনে আযান দিল। তারপর অপর একজন উপহাস করার জন্য দ্বিতীয়বার আযান দিল। তার উপর কুফরের হুকুম বর্তাবে। (মাজমাউল আনহার, ২য় খন্ড, ৫০৯ পৃষ্ঠা)

(৮) আযান শুনে যদি কেউ বলল: কি চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। যদি স্বয়ং আযানকে অপছন্দ করে এরূপ বলে থাকে, তবে এটি কুফরী বাক্য। (আলমগিরী, ২য় খন্ড, ২৬৯ পৃষ্ঠা)

আযান

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ	اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
আল্লাহ্ মহান, **আল্লাহ্** মহান,	**আল্লাহ্** মহান, **আল্লাহ্** মহান,
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্** ছাড়া কোন মাবুদ নেই।	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্** ছাড়া কোন মাবুদ নেই
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ **আল্লাহ্**র রাসূল।	
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ **আল্লাহ্**র রাসূল।	
حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ
নামায পড়তে আসুন	নামায পড়তে আসুন

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ ط	حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ ط
মুক্তি পেতে আসুন	মুক্তি পেতে আসুন
اَللّٰہُ اَکْبَرُ ط اَللّٰہُ اَکْبَرُ ط	
আল্লাহ্ মহান, **আল্লাহ্** মহান,	
لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ط	
আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কোন মাবুদ নেই।	

আযানের দো'আ

আযানের পর মুআজ্জিন ও শ্রোতাগণ
দরূদ শরীফ পড়ে এ দো'আটি পাঠ করবেন।

اَللّٰھُمَّ رَبَّ ھٰذِہِ الدَّعْوَۃِ التَّآمَّۃِ ط وَ الصَّلٰوۃِ الْقَآئِمَۃِ ط اٰتِ سَیِّدَنَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِیْلَۃَ وَالْفَضِیْلَۃَ ط وَ الدَّرَجَۃَ الرَّفِیْعَۃَ ط وَ ابْعَثْہُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِیْ وَعَدْتَّہٗ ط وَ ارْزُقْنَا شَفَاعَتَہٗ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ ط اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ط بِرَحْمَتِکَ یَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ط

অনুবাদ: হে **আল্লাহ্!** এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও সুপ্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমিই মালিক। তুমি আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দানকর ওয়াসীলা, সম্মান ও সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং তাঁকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত কর। যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তাঁর সুপারিশ নসীব কর। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না। আমাদের উপর আপন দয়া বর্ষণ কর, হে সবচেয়ে বড় দয়াকারী।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

শাফায়াতের সুসংবাদ

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "যখন তোমরা আযান শুন তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরাও ঐ সকল শব্দগুলো আদায় কর (বলো), অতঃপর আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, অতঃপর ওয়াসীলা তালাশ করো। এরূপ করা ব্যক্তির উপর আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়।" (মুসলিম, ২০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮৪)

ঈমানে মুফাস্সাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَ شَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ؕ

অনুবাদ: আমি ঈমান আনলাম **আল্লাহ্ তা'আলা**র উপর, তাঁর ফিরিশতাগণের উপর, আসমানী কিতাব সমূহের উপর, তাঁর রাসুলগণের উপর, শেষ দিবসের উপর, **আল্লাহ্ তা'আলা**র পক্ষ থেকে নির্ধারিত তকদিরের ভাল-মন্দের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর।

ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآئِهٖ وَ صِفَاتِهٖ وَ قَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ تَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ ؕ

অনুবাদ: আমি **আল্লাহ্**র উপর ঈমান আনলাম, যেভাবে তিনি নিজের নাম সমূহ ও আপন গুণাবলীর সাথে আছেন এবং আমি তাঁর সমস্ত বিধি-বিধানকে মৌখিক স্বীকৃতি সহকারে ও অন্তরের সত্যায়নের মাধ্যমে মেনে নিলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

ছয় কলেমা

প্রথম 'কলেমা তায়্যিব'

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط

অনুবাদ: **আল্লাহ্ তা'আলা** ছাড়া কোন মাবুদ নেই, **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্**র রাসুল।

দ্বিতীয় 'কলেমা শাহাদাত'

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ط

অনুবাদ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্ তা'আলা** ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক (অংশীদার) নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বান্দা ও রাসুল।

তৃতীয় 'কলেমা তামজীদ'

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ ط

وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ط

অনুবাদ: **আল্লাহ্** পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্**র জন্য। **আল্লাহ্** ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। **আল্লাহ্** মহান। আর গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি ও নেক আমল করার সামর্থ্য এক মাত্র **আল্লাহ্**রই পক্ষ থেকে, যিনি সবার চেয়ে মহান, অতীব মর্যাদাবান।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

চতুর্থ 'কলেমা তাওহীদ'

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ط لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا ط ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ط بِيَدِهِ الْخَيْرُ ط وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط

অনুবাদ: **আল্লাহ্** ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই। সমগ্র সাম্রাজ্য একমাত্র তাঁর। সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁর জন্য। তিনিই জীবন দান করেন। আর তিনিই মৃত্যু দান করেন । তিনি চিরঞ্জীব; তাঁর কখনো মৃত্যু আসবে না। তিনি খুবই মহত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। সমস্ত মঙ্গল তাঁরই হাতে। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

পঞ্চম 'কলেমা ইস্তিগফার'

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اَذْنَبْتُهٗ عَمَدًا اَوْ خَطَأً سِرًّا اَوْ عَلَانِيَةً وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِيْ اَعْلَمُ وَ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِيْ لَآ اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ وَ سَتَّارُ الْعُيُوْبِ وَ غَفَّارُ الذُّنُوْبِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ط

অনুবাদ: আমি আমার পালনকর্তা **আল্লাহ্ তা'আলার** নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করছি ঐ সমস্ত গুনাহ থেকে যা আমি জেনে শুনে অথবা ভুলবশত করেছি, গোপনে করেছি অথবা প্রকাশ্যে এবং আমি তাঁর দরবারে তাওবা করছি ঐ সমস্ত গুনাহ হতে যা আমার জানা রয়েছে

এবং ঐ গুনাহ হতে যা আমার জানা নেই। নিশ্চয় তুমি গাইবের জ্ঞান রাখ, দোষ-ত্রুটি গোপনকারী, গুনাহ্ ক্ষমাকারী। আর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা আর নেক আমল করার তাওফীক একমাত্র **আল্লাহ্**রই পক্ষ থেকে। যিনি অতীব উচ্চ মর্যাদবান ও অত্যন্ত মহান।

ষষ্ঠ 'কলেমা রদ্দে কুফর'

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَیْئًا وَّ اَنَا اَعْلَمُ بِهٖ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَآ اَعْلَمُ بِهٖ تُبْتُ عَنْهُ وَ تَبَرَّاْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ وَ الْكِذْبِ وَ الْغِیْبَةِ وَ الْبِدْعَةِ وَ النَّمِیْمَةِ وَ الْفَوَاحِشِ وَ الْبُهْتَانِ وَ الْمَعَاصِیْ كُلِّهَا وَ اَسْلَمْتُ وَ اَقُوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ط

অনুবাদ: হে **আল্লাহ্**! জেনে শুনে তোমার সাথে কিছুকে শরিক করা থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তোমার কাছে আমি সেই সব (শিরকের) গুনাহ্ের ক্ষমা প্রার্থনা করছি যা আমার জানা নেই। আমি সেই গুনাহ্ থেকে তাওবা করছি। আর আমি কুফর, শিরক, মিথ্যাচার, গীবত, বিদআত, চুগোলখুরি, অশ্লীলতা, অপবাদ দেওয়া এবং সকল প্রকার গুনাহের উপর (স্থায়ীভাবে) অসন্তুষ্ট। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি বলছি, **আল্লাহ্** ব্যতীত কোন মাবুদ নেই; মুহাম্মদ ﷺ **আল্লাহ্র রাসুল**।

পান গুটকা ধ্বংসাত্বক

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরতে আল্লামা মওলানা **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী যিয়ায়ী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ হতে-

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

আফসোস! আজকাল, পান, গুটকা, সুগন্ধীময় চুন সুপারি বিশিষ্ট মিষ্টান্ন এবং সিগারেট পান ইত্যাদি ব্যাপক হয়ে গেছে। **আল্লাহ্** না করুক যদি এ গুলোর মধ্যে কোন একটিতে অভ্যস্ত হোন তবে সবচেয়ে ডাক্তারের নিষেধের কারণে শত অনুতপ্ত হয়ে পরিত্যাগ করার পূর্বে **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের নগন্য সহানুভূতিশীল সগে মদীনা (عُفِيَ عَنْهُ) এর ব্যথাতুর আবেদন মেনে পরিত্যাগ করুন- অনেক সময় ইসলামী ভাইদের পান গুটকা দ্বারা রঞ্জিত মুখ দেখে মন কেঁদে উঠে এবং যখন কেউ এসে বলে যে, আমি পান বা সিগারেটের অভ্যাস বর্জন করেছি তখন মন খুশি হয়ে যায়। উম্মতের কল্যাণকামীতার প্রেরণা নিয়ে আবেদন করছি-অধিক হারে পান-গুটকা ইত্যাদি খাদকদের সর্ব প্রথম মুখ প্রভাবিত হয়। এক ইসলামী ভাই, যে গুটকা খেতে খেতে মুখ লাল করেছিল তার কাছে আমি (সাগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ) মুখ খুলতে বললাম, সে কোন প্রকারে একটু খুলতে সক্ষম হলেন, জিহ্বা বের করতে অনুরোধ করলাম ভালভাবে বের করতে পারল না। জিজ্ঞেস করলাম, মুখে ফোঁড়া হয়েছে? বলল জ্বী হ্যাঁ। আমি তাকে গুটকা খাওয়া পরিত্যাগ করতে পরামর্শ দিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সে এ গরীবের কথা মেনে গুটকা খাওয়ার অভ্যাস ছেড়ে দিল। প্রত্যেক পান বা গুটকা খাদক এভাবে আপন মুখের অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখুন কেননা সেটার অধিক ব্যবহার মুখের নরম মাংসকে শক্ত করে দেয় যার কারণে মুখ পূর্ণভাবে খোলা এবং জিহ্বা ঠোঁটের বাইরে বের করা কষ্টকর হয়ে যায়। সাথে সাথে নিয়মিত চুন ব্যবহারে মুখের চামড়া ছিড়ে ফোড়া হয়ে যায় এবং এটাই মুখের আলসার। এসব লোকের সুপারি গুটকা, মিষ্টি জর্দ্দা ও পান ইত্যাদি থেকে তৎক্ষণাৎ বিরত থাকা চাই নতুবা এই আলসার বৃদ্ধি পেয়ে **আল্লাহ্**র পানাহ ক্যান্সারের রূপ ধারণ করতে পারে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী,
ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২০ মুহার্‌রামুল হারাম ১৪৩৫ হিঃ
25-11-2013

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
তফসিরে সূরা ইউসুফ	ফজল নূর একাডেমি, গুজরাট	মিরকাতুল মাফাতিহ	দারুল ফিকির, বৈরুত
সহীহ মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	আশিয়াতুল লুমআত	কোয়েটা
সহীহ ইবনে খুযাইমা	আল মাকতাবুল ইসলামী বৈরুত	তুহফাতুল মুহতাজ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	মাজমাউল আনহার	কোয়েটা
মু'জাম কাবির	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	ফতোওয়ায়ে কাজিখান	পেশওয়ার
হিলইয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	দুররে মুখতার ওয়া রুদ্দুল মুহতার	দারুল মারেফা, বৈরুত
তারিখে দামেশক	দারুল ফিকির, বৈরুত	ফাতোওয়ায়ে আলমগীরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
সুনানে কুবরা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	মারাকিউল ফালাহ্	মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফ
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	মাখ্‌খুর রউজুল আজহার	দারুল বাশাইরুল ইসলামীয়া বৈরুত
আয্‌যুহদুল কাবীর	মুয়াস্‌সাতুল কুতুবুল শাকাফিয়া বৈরুত	ফাতোয়ায়ে রযবীয়া	রেযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
জামে সগীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
জামেউল হাদীস	দারুল ফিকির, বৈরুত	কানুনে শরীয়াত	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স মারকাযু আউলিয়া লাহোর

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুয়াজ্জিনদের সংখ্যা

মদীনার তাজেদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারজন মুয়াজ্জিন ছিল: ﴿১﴾ হযরত সায়্যিদুনা বিলাল (হাবশী) বিন রবাহ। ﴿২﴾ হযরত সায়িদুনা আমর বিন উম্মে মাখতুম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا এরা দুজন মদীনা শরীফে। ﴿৩﴾ হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন আয়িয رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ কুবা শরীফে এবং ﴿৪﴾ হযরত সায়্যিদুনা আবু মাহজুরা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ মক্কা শরীফে আযান দিতেন। (আল মাওয়াহিবু লিল কুসতুলানী, ১ম খন্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com

bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net